রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১৬, ২০২১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৩ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৭৪-আইন/২০২১।- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯, ধারা ৪০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক ৩ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৬-আইন/২০২০ দ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইয়াছিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) “আইন” অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন);

(২) “আদেশ” অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদত্ত আদেশ এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ;

(৩) “কমিশন” অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(৪) “তথ্য অধিকার আইন” অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);

মূল্য : টাকা ১২.০০

(৫) "দাবিকারী" অর্থ আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো স্বার্থ বা অধিকার দাবি করেন এবং যিনি কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি চাহিয়া কমিশনে আবেদন পেশ করেন;

(৬) "দেওয়ানি কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(৭) "রোয়েদাদ"অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ;

(৮) "সালিসকারীর রোয়েদাদ" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ যাহা কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে;

(৯) "লাইসেন্সি" অর্থ আইনের ধারা ২(ল) তে উল্লিখিত লাইসেন্সি;

(১০) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১১) "সালিসকারী" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন নিযুক্ত সালিসকারী; এবং

(১২) "সালিস মীমাংসা" অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন পরিচালিত যে কোনো সালিস মীমাংসা।

৩। **বিরোধীয় বিষয়ে আবেদন দাখিল।**—(১) লাইসেন্সিদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সি এবং ভোক্তাদের মধ্যে উদ্ভূত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনের ধারা ৪০ এর অধীন কমিশন বরাবর লিখিত আবেদন দাখিল করা যাইবে।

(২) আবেদনের সহিত তফসিল-ক দ্বারা নির্ধারিত ফরম্যাটে নিম্নবর্ণিত তথ্য-উপাত্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বিরোধীয় পক্ষসমূহের নাম এবং পূর্ণ ঠিকানা (ই-মেইল এবং মোবাইল ফোন নম্বরসহ);

(খ) দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় বিবরণ, ঘটনা এবং প্রার্থীত প্রতিকার;

(গ) আবেদনে উল্লিখিত মূল অথবা, ক্ষেত্রমত, সই মোহরকৃত সার্টিফাইড কপি, ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ, উহার হার্ড কপি ও ক্ষেত্রমত, সফট কপি এবং দাবিকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো কাগজাদি।

৪। **আবেদন গ্রহণ বা খারিজ।**—(১) কমিশন আবেদন পরীক্ষাপূর্বক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উহা গ্রহণ বা খারিজ করিবে এবং উভয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে কারণ উল্লেখ করিবে।

(২) কমিশন আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন কোনো আবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দাবিকারীর দাবির সপক্ষে কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা বিষয়াদি থাকিলে উহা পেশ করিবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক গৃহীত আবেদন গ্রহণ বা খারিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫। **প্রতিপক্ষের বক্তব্য।**—(১) কমিশন, আবেদন গৃহীত হইবার পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দাবির বিবরণী এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত দলিলাদি প্রতিপক্ষের নিকট পত্রবাহক মারফত, ডাকযোগে বা ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করিবে এবং প্রতিপক্ষ সশরীরে উপস্থিত হইয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রতিপক্ষ দফাওয়ারি বিবরণ এবং যুক্তি উপস্থাপন বা আইনগত অবস্থান, পাল্টা দাবির প্রতিকারের প্রার্থনা এবং যে সকল বিষয় সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উহার বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে।

৬। **বক্তব্যের কপি জমা।**—বিরোধের পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি, বর্ণনা, জবাব এবং অন্যান্য কাগজাদি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ১০ (দশ) কপি করিয়া কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৭। **বক্তব্যের সংশোধন।**—কোনো দাবির বর্ণনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা, পাল্টা দাবি বা পাল্টা দাবির জবাবের সংশোধনী লিখিতভাবে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং কমিশন বা সালিসকারি প্রয়োজনে শুনানিঅন্তে উক্তরূপ সংশোধনী গ্রহণ বা নাকচ করা হইবে কিনা তদ্‌মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৮। **সালিসকারী নিযুক্তি, সালিসের স্থান, রোয়েদাদ, সম্মানি, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন স্বীয় উদ্যোগে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সালিসকারী নিযুক্ত করিবে।

(২) কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে, সময় সময়, অনধিক ৩ (তিন) জন সালিসকারী নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং একাধিক সালিসকারী নিযুক্তির ক্ষেত্রে কমিশন ১ (এক) জনকে প্রধান সালিসকারী নির্বাচিত করিবে।

(৩) কমিশন, প্রয়োজনে, সালিসকারী প্যানেল গঠন করিবে এবং সালিসকারী হিসাবে প্যানেলভুক্তির যোগ্যতা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ও নিয়োজিত সালিসকারীদের সম্মানির পরিমাণ ধার্য করিবে।

(৪) কমিশন, সময় সময়, প্যানেলভুক্ত সালিসকারীদের বাদ দিয়ে এবং নূতন সালিসকারী অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্যানেলভুক্ত করিতে পারিবে।

(৫) সালিসকারী হিসাবে নিযুক্তির পূর্বে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে, বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার আর্থিক বা ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো প্রকার স্বার্থ নাই, যে কারণে তাহাকে নিরপেক্ষ সালিসকারী বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে না।

(৬) সালিসকারীর নিযুক্তি সম্পর্কে কোনো পক্ষ কমিশনের নিকট ১০ (দশ) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে, যদি—

(ক) এইরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে যাহা উক্ত সালিসকারীর সততা বা নিরপেক্ষতার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহের উদ্রেক করে; বা

(খ) উক্ত সালিসকারীর সালিসকারী হওয়ার যোগ্যতা না থাকে।

(৭) কমিশন উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তির বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক উহা গ্রহণ কিংবা নাকচ করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) কমিশন উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট সালিসকারীর পরিবর্তে নূতন সালিসকারী নিযুক্ত করিবে এবং উক্তরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রেও উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৯) যদি কোনো সালিসকারী নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা পদত্যাগ করেন বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বা সালিস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবিধান ১১ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ করেন বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রোয়েদাদ প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে কমিশন তাঁহাকে সালিসকারীর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১০) কোনো সলিসকারীর মৃত্যু বা নিযুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত সালিসকারীর স্থলে ১ (এক) জন নূতন সালিসকারী নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(১১) বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যে অবস্থায় নিষ্পন্নাধীন ছিল নবনিযুক্ত সালিসকারী সেই অবস্থা হইতে সালিসি কার্যক্রম শুরু করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রোয়েদাদ প্রদান করিবেন।

(১২) সালিসকারী তাহার নিকট উপস্থাপিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক সালিসি কার্যক্রম পরিচালনা, পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ এবং সুপারিশকৃত রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবেন এবং উক্ত সালিস সংশ্লিষ্ট সকল সালিসকারী রোয়েদাদে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(১৩)বিরোধের কার্যক্রম কমিশন কার্যালয় বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিচালিত হইবে।

(১৪) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত সালিসকারী বা সালিসকারীগণ সুপারিশকৃত রোয়েদাদ অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

৯। **প্রাথমিক শুনানি এবং আপস মীমাংসা।**—(১) আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতি প্রাপ্তির পর কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের উপস্থিতিতে প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ করিবে।

(২) প্রাথমিক শুনানির জন্য ধার্যকৃত দিনে কমিশন পক্ষগণ কর্তৃক পেশকৃত দাবির বর্ণনা, আত্মপক্ষ সমর্থনের বর্ণনা এবং দাখিলকৃত দলিলাদি পরীক্ষা এবং বক্তব্য শ্রবণ করিবে।

(৩) প্রাথমিক শুনানিতে কমিশন উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধ আপস মীমাংসা বা পুনর্মিলনের (reconciliation) চেষ্টা করিবে।

(৪) কমিশন, উভয়পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পক্ষগণকে সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানাইবে।

(৫) পক্ষগণ কর্তৃক সমঝোতা বা আপসের মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসার ক্ষেত্রে কমিশন আদেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত আদেশ কমিশনের রোয়েদাদ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) পক্ষগণকে সমঝোতা বা আপসনামা লিখিত আকারে কমিশনে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে কমিশনকে এই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, সমঝোতা বা আপসনামাটি বিদ্যমান কোনো আইন, বিধি বা নীতির পরিপন্থি নহে।

১০। **পূর্ণাঙ্গ শুনানি।**—(১) যেক্ষেত্রে সমঝোতা বা আপসের মাধ্যমে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হইবে না সেইক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে উভয় পক্ষকে শুনানিঅন্তে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ শুনানির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) শুনানিঅন্তে কমিশন পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিবে।

(৩) দুই বা ততোধিক বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনের বিষয়বস্তু একইরূপ হইলে বা সমপর্যায়ের লেনদেন হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কমিশন উক্তরূপ সকল আবেদন একত্রে শুনানি গ্রহণ করিতে বা শুনানির জন্য সালিসকারীর নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আবেদনের উপর পৃথকভাবে রোয়েদাদ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কমিশন বা সালিসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রোয়েদাদ প্রদান করিবেন।

১১। **সময়সীমা।**—কমিশন স্বীয় বিবেচনায় বা সালিসকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করিবে, তবে বিরোধীয় বিষয়ের জটিলতা বিবেচনাক্রমে, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইবে।

১২। **কার্যধারা।**—(১) কমিশনে শুনানিকালে পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে বা তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে বা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যথাযথভাবে নোটিশ জারি হওয়া সত্ত্বেও কোনো পক্ষ কমিশনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বা শুনানি কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকিলে বা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে বা উপস্থিত হইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে কমিশন একতরফাভাবে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন যাহাতে দ্রুততার সঙ্গে আদেশ প্রদান করিতে পারে সেই লক্ষ্যে বিরোধীয় পক্ষগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম বিলম্বিত হইতে পারে এইরূপ কোনো কার্য করিবেন না।

(৪) যদি কোনো পক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিলম্বের ঘটনা ঘটান বা ঘটাইতে সহায়তা প্রদান করেন তাহা হইলে উক্ত পক্ষকে কমিশনের বিবেচনা মতে বিলম্ব ব্যয় বহন করিতে হইবে।

(৫) কমিশনের বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় শুনানি আরম্ভ হইবার পর স্বাভাবিক নিয়মে শুনানি চলিতে থাকিবে এবং শুনানি অব্যাহত রাখা কোনো পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত না হইলে কমিশন শুনানি মুলতবি করিবে না।

(৬) মুলতবি মঞ্জুরকালে কমিশন উপযুক্ত বিবেচনা করিলে একপক্ষ বা উভয় পক্ষকে উহার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত ব্যয় প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কমিশন, প্রয়োজনে, রোয়েদাদ ঘোষণার পূর্বে কোনো পক্ষ বা পক্ষগণের ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা আইনগত জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে পক্ষগণের ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবীকে সমস্যার নির্ণায়ক হিসাবে আলোচনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত মতামত কমিশন কর্তৃক বিবেচনাযোগ্য হইবে।

(৮) পক্ষবৃন্দ এবং সাক্ষীগণ—

(ক) তাহাদের হেফাজতে থাকা সকল পুস্তক, দলিল, কাগজপত্রাদি এবং হিসাব কমিশনের চাহিদা মোতাবেক কমিশনে উপস্থাপন করিবেন;

(খ) কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন; এবং

(গ) বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

(৯) কমিশনে বা সালিসকারীর নিকট সাক্ষ্য উপস্থাপনকালে নিম্নবর্ণিত কার্যধারা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা হলফনামার মাধ্যমে কমিশনে বা সালিসকারীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান;

(খ) কমিশন বা সালিসকারী কর্তৃক সাক্ষীকে হলফনামা পাঠ করানো;

(গ) বক্তব্যের সপক্ষে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য, মৌখিক ও লিখিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান;

(ঘ) কমিশন বা সালিসকারী কর্তৃক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব নির্ধারণ;

(ঙ) কমিশন বা সালিসকারী কর্তৃক, প্রয়োজনে, বিরোধ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা;

(চ) সাক্ষ্য সীমিতকরণ বা সাক্ষী হাজির করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ছ) মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানকারী সাক্ষীকে উভয় পক্ষ বা পক্ষগণ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কমিশন বা সালিসকারীর নিয়ন্ত্রণে, হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং কমিশন বা সালিসকারী যে কোনো পর্যায়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে পারিবেন; এবং

(জ) লিখিত আকারে বা হলফনামার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত বিবরণ সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে কিনা তৎমর্মে কমিশন বা সালিসকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) দাবিকারী কমিশনে বা সালিসকারীর নিকট উপস্থিত না হইলে বা মঞ্জুরকৃত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা দাখিল করিতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে বা কমিশনের আদেশ মোতাবেক পাওনাদি জমা প্রদান না করিলে কমিশন আবেদনপত্র বা দাবি খারিজ করিতে পারিবে।

(১১) কমিশন বা সালিসকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রতিপক্ষ কমিশন বা সালিসকারীর নিকট উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে বা উপস্থিত হইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করিলে বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে কমিশন একতরফা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১২) কমিশন, প্রয়োজনে, বিরোধের বিষয়বস্তুর নিরাপত্তার স্বার্থে উহা সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজত, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, মজুদ, বিক্রয়, নিষ্পত্তি বা উহা পরিদর্শন বা নমুনা সংরক্ষণ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বা কোনো পক্ষ বা পক্ষবৃন্দের অধিকার সংরক্ষণ বা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **প্রতিনিধিত্ব এবং সহযোগিতা।**—কোনো পক্ষ প্রতিনিধি বা সহযোগিতাকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি মূল আবেদনের সহিত কমিশনে দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বিরোধীয় বিষয়ে প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ক্ষমতার্পণের প্রমাণপত্র; এবং

(খ) বিরোধীয় বিষয় কমিশনে প্রেরণের ক্ষমতাপত্র।

১৪। **অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—কমিশন এই প্রবিধানমালার অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলাকালে বা কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে;

(খ) কোনো জরুরি বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হইলে, চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো সদস্য, উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে;

(গ) সালিসকারী বা ক্ষেত্রমত, প্রধান সালিসকারী, কমিশনের অনুমোদনক্রমে।

১৫। **আদেশ এবং রোয়েদাদ।**—(১) কমিশনের নিকট যে সকল বিরোধ আনীত হইবে কমিশন সেই সকল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রোয়েদাদ প্রদান করিবে।

(২) যদি পক্ষগণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সাধারণ চুক্তিতে উপনীত হয় এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চুক্তিটি বিদ্যমান আইন, বিধি বা নীতির পরিপন্থি নহে তাহা হইলে, কমিশন পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে রোয়েদাদ ঘোষণা করিবে বা ইহার নিকট দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি, সাক্ষ্যসহ অন্যান্য কাগজাদির ভিত্তিতে রোয়েদাদ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রদত্ত রোয়েদাদে শুনানির তারিখ এবং স্থান উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) বিরোধ শুনানিঅন্তে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে—

(ক) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে বিরোধীয় আবেদনটি শুনানির সময় উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ,

(খ) সালিসকারী কর্তৃক রোয়েদাদ চূড়ান্ত করিবার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও পর্যালোচনাকারী সদস্যগণ, রোয়েদাদে স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ বা আদেশ এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা দেওয়ানি আদালতের একটি ডিক্রি।

১৬। **রোয়েদাদ সংশোধন ও ব্যাখ্যা।**—(১) রোয়েদাদ প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কোনো পক্ষ অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানপূর্বক কমিশনকে নিম্নরূপ অনুরোধ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) রোয়েদাদে কোনো গণনার হিসাব, করণীক ত্রুটি বা মুদ্রণজনিত ভুল বা অন্য কোনো ভুল পরিলক্ষিত হইলে উহা সংশোধন; এবং

(খ) রোয়েদাদের কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুরোধ কমিশনের নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হইলে কমিশন উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা সংশোধন বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ সংশোধন বা ব্যাখ্যা রোয়েদাদের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। **রোয়েদাদের অতিরিক্ত কপি।**—পক্ষগণ রোয়েদাদের অতিরিক্ত কপি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে জাবেদা নকল হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **পুনর্বিবেচনা।**—কমিশনের কোনো আদেশ বা রোয়েদাদ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো পক্ষ উক্ত আদেশ বা রোয়েদাদ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, তফসিল-খ দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **আদেশ এবং রোয়েদাদ বাস্তবায়ন।**—এই প্রবিধানমালার আওতায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা রোয়েদাদ কোনো পক্ষ বৈধ কারণ ব্যতীত প্রত্যাখ্যান করিলে বা কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইলে কমিশন আইনের ধারা ৪৩ এর অধীন জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানা সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২০। **দলিলাদি ফেরত।**—কোনো আদালতে জমাদানের আবশ্যকতা না থাকিলে কমিশনের নিকট দাখিলকৃত বইপুস্তক, দলিলাদি বা কাগজাদি শর্তসাপেক্ষে পক্ষগণকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

২১। **ফি জমা প্রদান।**—(১) বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির আবেদনের সহিত তফসিল-খ দ্বারা নির্ধারিত ফি কমিশনের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সময় সময়, তফসিল-খ সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোনো ব্যক্তি আবেদন ফি প্রদান করা হইতে লিখিতভাবে অব্যাহতি চাহিলে কমিশন উহা মঞ্জুর করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- উপ-প্রবিধান (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি” অর্থ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এ উল্লিখিত আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি।

২২। **গোপনীয়তা।**- (১) এই প্রবিধানমালার অধীন আদেশ বা রোয়েদাদ ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রম গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং সালিসকারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি কমিশনের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে উহা তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা রোয়েদাদ কমিশন কর্তৃক কোনো জার্নাল, ম্যাগাজিন, রিপোর্ট বা অন্য কোনো প্রকাশনা, শিক্ষামূলক ও পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রকাশ বা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৩। **বিশেষ বিধান।**—এই প্রবিধানমালা জারি হইবার পর কোনো বিরোধীয় বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পক্ষ নিষ্পন্নাধীন কোনো বিরোধীয় বিষয় এই প্রবিধানমালার অধীন নূতনভাবে নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে চাহিলে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনরায় বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

২৪। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই প্রবিধানমালার কোনো প্রবিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হইলে কমিশন, আইন এবং এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রবিধানের স্পষ্টীকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর, কমিশন, যতদুত সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) এই প্রবিধানমালা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-ক

[প্রবিধান ৩(২) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং-.............. / ....

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী আবেদন প্রসঙ্গে;

এবং

.... দাবিকারী

বনাম-

.... প্রতিপক্ষ

বিরোধের বিষয়বস্তু:...

বিরোধের মূল্যমান:...

হলফান্তে বলিতেছি-

১। দাবিকারী/দাবিকারীগণ (নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল ফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা)---

২। দাবিকারী/দাবিকারীগণের নোটিশ জারির ঠিকানা --

৩। প্রতিপক্ষ/প্রতিপক্ষগণ (নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা) -------------

৪। প্রতিনিধি বা সহযোগিতাকারীর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল, মোবাইল ফোন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)---------------------

৫। বিরোধের বিষয়সমূহ ---

৬। বিরোধের ঘটনাপ্রবাহ ---

৭। প্রার্থীত প্রতিকারের হেতুবাদ---

৮। প্রার্থনা---

আমার কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত
(প্রস্তুতের স্থানের বর্ণনা)
আইনজীবীর স্বাক্ষর ও সীল
তারিখ: ----------------

হলফনামা

উপর্যুক্ত যাবতীয় বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক জানিয়া এ হলফনামায় নিজ নাম সহি স্বাক্ষর করিলাম
হলফকারীর স্বাক্ষর এবং সীল (যদি থাকে)
তারিখ: -----------------------------

তফসিল-খ

[প্রবিধান ১৮ ও ২১ দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিরোধীয় বিষয়াদির মূল্যমান অনুযায়ী আবেদন ফি

ক্রমিক নং	বিরোধীয় বিষয়াদির মূল্যমান	ফি (টাকায়)
১।	১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-
২।	১,০০,০০১ টাকা হইতে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫,০০০/-
৩।	৫,০০,০০১ টাকা হইতে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০০/-
৪।	১০,০০,০০১ টাকা হইতে ২৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩০,০০০/-
৫।	২৫,০০,০০১ টাকা হইতে ৫০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০/-
৬।	৫০,০০,০০১ টাকা হইতে ১,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০,০০০/-
৭।	১,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ৫,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬০,০০০/-
৮।	৫,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ১০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৫,০০০/-
৯।	১০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ৫০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,০০,০০০/-
১০।	৫০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ১০০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,২৫,০০০/-
১১।	১০০,০০,০০,০০১ টাকা হইতে ২০০,০০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,৫০,০০০/-
১২।	২০০,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে	২,০০,০০০/-
১৩।	কমিশনের আদেশ/রোয়েদাদের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আবেদন	আবেদন ফি এর ১০%
১৪।	বিরোধীয় বিষয়ের মূল্যমান উল্লেখ না থাকিলে	১০,০০০/-
১৫।	কমিশনের রোয়েদাদ ব্যতীত অন্য কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন	৫,০০০/-

কমিশনের আদেশক্রমে

রুবিনা ফেরদৌসী
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd